ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১৫১-১৬৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4210

কুর্দি সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ: প্রসঙ্গ তুরস্ক

মাহমুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Kurds are one of the largest stateless communities in the world. There are approximately 35-40 million Kurds in Turkey, Iran, Iraq, Armenia and Syria. More than half of the world's Kurds live in Turkey where they represent almost 18-20% of the population. The Kurds are the fourth largest ethnic minority in the Middle East. Kurdish separatism is not a simple expression of discontent, but a movement that demands changing the map of the world to make a place for an independent Kurdish state or to create some kind of autonomy. The Kurdish crisis is a political problem which is related to Turkish national security. The Kurdish minority question has deeply influenced the national and international policies of Turkey since the 1990s. The conflict between the Turkish government and the Kurdish organization Kurdistan Workers Party (Parti Karkerani Kurdistan - PKK) has left more than 30,000 people dead. The Kurdish crisis is one of the most important problems in international affairs which started basically with the secession of Kurdistan and will end with the unification that means creating a new Kurdish state. Ultimately without making an Independent Kurdish State, this issue cannot be resolved. But no state in the Middle East or West will support Kurdish state like Kurdistan, because it would create instability in this region.

Key Words: PKK, Kurds, Kurdistan, Turkey, Ethnic Minority.

ভূমিকা

সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে কুর্দি সমস্যা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত রাজনৈতিক সমস্যা। অনেকেই এটাকে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক জাতিগত সমস্যা বলে অভিহিত করতে চান। কারণ তুরস্ক, ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুর্দিদের বসবাস। এছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কুর্দিরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে কুর্দিরা নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করে - যেটি কুর্দিস্তান[১] হিসেবে পরিচিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে কুর্দিরা স্বাধীন কুর্দিস্থানের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। ফলে এই সংকটের গভীরতা ও ব্যাপকতার কারণে এটা আঞ্চলিকতা ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সংকট বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমস্যা হিসেবে আর্বিভূত হয়। ১৯২০ সালে সেভার্স চুক্তিতে স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল।[২] ১৯২৩ সালের লুজান

চুক্তিতে আনাতোলিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অখণ্ডতা স্বীকৃত হলে কুর্দিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। কুর্দিরা নিজ নিজ অবস্থানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।[৩] একই সাথে তুরস্কের জাতির জনক মোস্তফা কামাল পাশা নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে তুর্কি জাতীয়তাবাদকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করায় তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত কুর্দিরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সরকারকে প্রচুর সময়, অর্থ ও জনবল ব্যয় করতে হয়েছে কেবল কুর্দিদের বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের জন্যে, তথাপিও এটি তুরস্কের রাজনীতিতে একটি অমীমাংশিত সমস্যা হিসেবে অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। ১৯৭৮ সালে কুর্দি নেতা আবদুল্লাহ ওজালানের নেতৃত্বে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকে প্রতিষ্ঠিত হলে তুরস্কের রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও সহিংসতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তুরস্ক সরকার ১৯৯৯ সালে কেনিয়ার নাইরোবী থেকে পিকেকে নেতা আবদুল্লাহ ওজালানকে গ্রেফতার করে অদ্যাবধি কারাবন্দি করে রেখেছে। কুর্দি গেরিলা নেতা ওজালান সম্প্রতি সবাইকে বিস্মিত করে স্বজাতির গেরিলা কুর্দিদের প্রতিরোধযুদ্ধ থামিয়ে বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন- তা নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে নতুনমাত্রা যুক্ত হয়েছে।[৪] কুর্দি সংকটটি কেবল তুরস্কের জাতীয় রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তুরস্কের অভ্যন্তরীণ কুর্দি সংকট প্রকট হয়ে উঠলে, সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলোর কুর্দি জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই ঐ সংকটে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তার জন্য তুরস্ককে সামরিক বাহিনীর উপরই নির্ভর করতে হয়। সুতরাং কুর্দি সংকট তুরস্কের জাতীয় রাজনীতির গতি প্রকৃতি যেমন পাল্টে দিয়েছে তেমনি এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও বার বার প্রভাবিত করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল তুরস্কের রাজনীতিতে কুর্দি সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

গবেষণা পদ্ধতি

'কুর্দি সমস্যার উদ্ভব ও বিকাশ: প্রসঙ্গ তুরস্ক' শীর্ষক গবেষণাটিতে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত 'গুণগত গবেষণা পদ্ধতি' বা Qualititive Method অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত দ্বৈতয়িক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা, সাময়িকী ও দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত ফিচার থেকে যাচাই বাছাই করে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কুর্দিদের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র গবেষণায় তথ্যের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখিত দ্বৈতয়িক উৎস থেকে গৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কুর্দিদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

কুর্দি বলতে অনেকের মনে ক্রুসেডার সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী (১১৩৮-১১৯৩), পারস্যের শাহ আব্বাস (১৫৭১-১৬২৯) ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানী (১৯৩৩-২০১৭), তুর্কি তাত্ত্বিক সাইয়েদ নুরসী ও ২০১৫ সালে সিরিয়া থেকে গ্রিসে শরণার্থী হিসেবে যাওয়ার সময় নৌকাডুবিতে নিহত হয়ে সমুদ্র তীরে পড়ে থাকা লাল টি-শার্ট পরিহিত শিশু আইলান কুর্দির নাম স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। আইলানের মৃতদেহের ছবিটিই কুর্দি সংকটের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৫] কুর্দিরা ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও জাতিগতভাবে মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশাল প্রাচীন জনগোষ্ঠী। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে আরব, পারসিক ও তুর্কিদের পরেই কুর্দিদের স্থান। কুর্দিরা মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহত্তম জনগোষ্ঠী।[৬] অনেকে মনে করেন মেসোপটেমিয়ান সমতল ভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের কার্দি নামক নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীই তাদের পূর্ব পুরুষ। অনেক কুর্দি তাদের ইরানের মেদেজ সম্প্রদায়ের বংশধর বলে মনে করে যার প্রমাণ পাওয়া যায় কুর্দিদের জাতীয় সংগীতে। যেখানে একটি লাইনে বলা হয়েছে- আমরা মেদিসদের সন্তান। আরেকটি মত রয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে কুর্দিরা তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসরত মার্দিজি সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত। তবে কুর্দিদের সাথে ইরানের সংযোগ সংক্রান্ত মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[৭]

কুর্দিরা অধিকাংশ সুন্নী মুসলমান, তবে তারা আরব নয়। তাদের ভাষা কুর্দি, যদিও বিভিন্ন এলাকায় এর আঞ্চলিক রূপভেদ আছে। তুর্কি, ইরাকি, সিরীয় ও ইরানি কুর্দিরা তাদের নিজস্ব কুর্দি ভাষায় কথা বলে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে কুর্দিরা অন্যতম বঞ্চিত এবং নির্যাতিত জাতি। তারাই বিশ্বের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রবিহীন জাতি। সুতরাং স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কুর্দিরা ইরাক, ইরান , তুরস্ক , সিরিয়া ও আর্মেনীয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো যেটি বৃহত্তর কুর্দিস্তান নামে পরিচিত ছিল। কুর্দিস্তান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কুর্দিরা মিত্রশক্তির সহায়তায় স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। সেভার্স চুক্তির মাধ্যমে কুর্দিদের সেই আশা পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু তিন বছরের মাথায় লুজান চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্রের সীমানা বা মানচিত্র পুনর্নির্ধারিত হলে কুর্দিদের বহুলাকাঙ্ক্ষিত কুর্দিস্তান তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও সিরিয়ার মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এরপর থেকে ইরাকের কুর্দিস্তানকে বলা হয় দক্ষিণ কুর্দিস্তান, তুরস্কের কুর্দিস্তানকে উত্তর কুর্দিস্থান, সিরিয়ার কুর্দিস্তানকে বলা হয় পশ্চিম কুর্দিস্তান এবং ইরানে রয়েছে পূর্ব কুর্দিস্তান। এভাবে কুর্দিস্তানের জনগণের ভাগ্য আটকে যায় সীমান্তের কাঁটাতারে। কুর্দিদের সংখ্যা নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডেভিড ম্যাকডোয়াল মধ্যপ্রাচ্যে ২৪ থেকে ২৭ মিলিয়ন কুর্দি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।[৮] কুর্দিশ ইনস্টিটিউটট অব প্যারিস এর তথ্য অনুযায়ী কুর্দিদের মোট সংখ্যা ৩৬.৬ মিলিয়ন থেকে ৪৫.৬ মিলিয়ন, যার সিংহভাগই বাস করে তুরস্কে।[৯]

মানচিত্রে কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চল[১০]

তুরস্কে কুর্দিদের অবস্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কুর্দিরা মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রেগুলির মধ্যে বিভক্ত হলেও সিংহভাগ কুর্দিদের অবস্থান গিয়ে পড়ে তুরস্কে যা উত্তর কুর্দিস্তান হিসেবে পরিচিতি পায়। কুর্দিরা তুরস্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তুরস্কের মোট জনসংখ্যার ১৮-২০ শতাংশই কুর্দি।[১১] কুর্দিরা তুরস্কের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে বসবাস করে। তুরস্কের সিংহভাগ কুর্দিরা মূলত দেশটির পূর্বাংশের এরজুরুম, কার্স, মুস, কারাকস, দিয়ারবাকির, শীর্ট, ভান ও ইয়েরেভানসহ ১৭টি প্রদেশে বাস করে। বর্তমান তুরস্কে ১৫ থেকে ২০ মিলিয়ন কুর্দি বসবাস করছে।[১২] কুর্দিদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত কুর্দিস্তান ছিল অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত। তাছাড়া কুর্দিরা সুন্নী মুসলিম হওয়ায় অটোমান আমলে তারা তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। তাই সে সময়ে কুর্দি সংকট তেমন কোনো আলোচিত বিষয় ছিল না। অটোমান সাম্রাজ্য সবসময়ই একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য হিসেবেই পরিচিত ছিল। এখানে তুর্কি, কুর্দি, আরব, স্লাভ ও আর্মেনীয়সহ বহু জাতিগোষ্ঠীর লোকের বসবাস ছিল। জাতিগত সংঘাত ছিল না এমনটি বলার সুযোগ নেই, তবে সংকট সমাধানের জন্য নীতিমালা ছিল। এখানে ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকের বসবাসের জন্য পৃথক মিল্লেতের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত কুর্দিরা কুর্দিস্থানকে কেন্দ্র করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং কুর্দি জাতির আবাসভূমি হিসেবে পরিচিত কুর্দিস্থান মধ্যপ্রাচ্যে ৫টি রাষ্ট্রে মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

তুরস্কে কুর্দি সংকটের সূত্রপাত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) অক্ষশক্তি পরাজিত হলে অক্ষশক্তির অংশ হিসেবে অটোমান সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটে। ফলে মিত্রশক্তি পরাজিত অটোমান সাম্রাজকে

সাইকস-পিকো চুক্তির (১৯১৬) মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিত্রশক্তির বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও গ্রিস আগ্রাসী শক্তি হিসেবে তুরস্কের আনাতোলিয়া দখলের জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। কেবল তাই নয়, সাইকস-পিকো চুক্তির সফল বাস্তবায়নের জন্য ১৯২০ সালের ১০ আগস্ট মিত্রশক্তি তুরস্কের উপর সেভার্স চুক্তি চাপিয়ে দেয় যা ছিল তুরস্কের জন্য অপমানজনক ও সার্বভৌমত্বের প্রতি চরম হুমকি স্বরূপ। কিন্তু এই চুক্তি তুরস্কের জন্য হুমকি কিংবা অপমানজনক হলেও তা গোটা বিশ্বের কুর্দি সম্প্রদায় জন্য ছিল আর্শিবাদ স্বরূপ। কারণ এই চুক্তিতে রাষ্ট্রবিহীন কুর্দি জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল। এই চুক্তির ৪৩৩টি ধারার মধ্যে ৬২ ধারায় বলা হয়েছিল- কুর্দি অধ্যুষিত এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইতালীয় সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হবে। তুর্কি সরকার এই কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।[১৩] সেভার্স চুক্তি কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে যদি কুর্দি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ট অংশ লীগ অব নেশনস-এর নিকট লিখিতভাবে স্বাধীনতা দাবি করে এবং লীগ যদি মনে করে যে, তারা স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত এবং সেই অনুযায়ী মত প্রদান করে তবে তুরস্ক সেই মত অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবে (ধারা-৬৪)।[১৪] এই সেভার্স চুক্তির ৬২ ও ৬৪ ধারার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তুর্কি ও কুর্দিদের মধ্যে একদিকে জাতিগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়, অন্যদিকে তুর্কি জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তফা কামাল পাশার (১৮৮০-১৯৩৮) নেতৃত্বে দখলদার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। তিনি তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সাথে নিয়ে অপমানজনক সেভার্স চুক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই জেনেভার লুজানে স্বাধীন তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল হিসেবে পরিচিত লুজান শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। লুজান চুক্তিকে তুর্কিরা যেমন স্বাধীনতার মহাসনদ হিসেবে স্বাগত জানায়, তেমনি কুর্দিরা লুজান চুক্তিকে একটি হঠকারি চুক্তি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে। এই চুক্তিতে কুর্দি জাতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকেই কেবল উপেক্ষা করা হয়নি বরং তুর্কি বংশোদ্ভূত জনগণের বাসস্থান আনাতোলিয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অখণ্ডতা স্বীকৃত হয়।[১৫] ফলে তুরস্ক একক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর মোস্তফা কামাল পাশা আনুষ্ঠানিকভাবে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে তুর্কি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তুরস্কের সংবিধানে নাগরিকত্বের শর্ত হিসেবে তুর্কি হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে (অনুচ্ছেদ ৬৬)। এতে কুর্দিদের জাতীয়তা সাংবিধানিকভাবে অস্বীকৃত। ফলে তুরস্কের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হিসেবে কুর্দিরা ভীষণভাবে মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী দর্শন গ্রহণ করে নিজেদের পরিচয়কে নিজ জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে নব প্রতিষ্ঠিত তুর্কি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়ক ও সামরিক বাহিনী কুর্দিদের পাহাড়ী সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তাদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মোস্তফা কামাল উগ্রবাদী কুর্দিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার জন্য দলীয় কর্মী এবং

সেনাবাহিনীকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯২৫ সালের ২৯ জুন কুর্দি নেতা শেখ সাঈদ ও তার অনুসারীদের কামালের নির্দেশে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।[১৬] শেখ সাঈদ ছিলেন অটোমান শাসন পরবর্তী জনপ্রিয় কুর্দি নেতা যার নেতৃত্বে কুর্দিরা নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারকে রাজস্ব প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। সাঈদের মৃত্যুর পরে তার ভাই আবদুর রহমানের নেতৃত্বে কুর্দিরা সংগঠিত হয় এবং দিয়াবাকিরের কয়েকটি সেনা ক্যাম্প দখল করে নেয় । ১৯২৯ সালে তুর্কি সামরিক বাহিনী কুর্দি আন্দোলন প্রতিহত করতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তুর্কি সরকার এ সময় কতিপয় বিদ্রোহী কুর্দি আগাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। তুর্কি সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম ও অন্যান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যক্রম ও প্রচারণায় কুর্দিরা কেবল জাতীয়ভাবে নয় আর্ন্তজাতিকভাবেও একটি সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কুর্দিরা ধীরে ধীরে নিজ মাতৃভূমিতে একটি বিচিচ্ছন্নতাবাদী জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মোস্তফা কামালের জীবদ্দশায় কুর্দিরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অসংখ্য আক্রমণ ও নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল। তাঁর মৃত্যর পরেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৩৯ সালে তুরস্কের তুনজেলি প্রদেশে আতাতুর্কের পালিত কন্যা সাবিহা গোকচেনের নেতৃত্বে বিমান হামলা চালিয়ে প্রায় ১৪ হাজার কুর্দি বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।[১৭] এসব ঘটনা কুর্দিদের মানসিক যন্ত্রণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের সহিংস করে তোলে। তুরস্কে কুর্দি-তুর্কি জাতিগত সংঘাত চরম আকার ধারন করে। কামালের কট্টর জাতীয়তাবাদী মানসিকতা, কুর্দি নেতাদের ফাঁসি দেওয়া এবং তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের কুর্দি আন্দোলনকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি না করে সামরিক বাহিনীর দ্বারা জোর করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কুর্দিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলোন গড়ে তোলে এবং নিজেরা সংগঠিত হতে থাকে। এভাবেই তুরস্কের রাজনীতিতে কুর্দি সমস্যার উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে এই সমস্যা ক্রমান্বয়ে আরো গতি লাভ করে এবং বিকশিত হয়।

তুরস্কের রাজনীতিতে কুর্দি সমস্যার গতি-প্রকৃতি

তুর্কিদের পর কুর্দিরাই তুরস্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। ধর্মীয় দিক থেকে কুর্দিরা তুর্কিদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। কুর্দিরা তুরস্কের মোট জনসংখ্যার দিক থেকে ১৮-২০% হলেও ভোটের রাজনীতিতে তারা ১০-১২%।[১৮] ১৯৩৮ সালে মোস্তফা কামাল পাশার মৃত্যু হলেও তুরস্কের রাষ্ট্রীয় নীতিতে কোনো ধরণের পরিবর্তন হয়নি। ফলে তুর্কি ও কুর্দি সম্পর্কে মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কামাল পরবর্তী প্রত্যেক শাসকই কুর্দিদের পাহাড়ি সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে অমানবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছেন। ১৯২৩ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কুর্দিদের প্রত্যেকটি আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে তুর্কি সরকার নির্মমভাবে প্রতিহত করেছে। ফলে ১৯৭৩ সাল থেকে কুর্দিরা রাষ্ট্রীয় নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এসময় তারা নিজেদের শক্তি জানান দেওয়া ও সমগ্র কুর্দিদের সংগঠিত করার জন্য আব্দুলাহ ওজালানের নেতৃত্বে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর সন্ত্রাসী আক্রমনের পাঁচ বছরে মাথায় ১৯৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর আব্দুল্লাহ ওজালান

সমাজতান্ত্রিক বাম আদর্শকে ধারন করে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকে প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯] পিকেকে কোনো রাজনৈতিক দল নয়, কেবল কুর্দিদের অস্তিত্ব ও অধিকার আদায়ের সংগঠন। এক পর্যায়ে পিকেকে এর আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কুর্দিস্তানের স্বায়ত্বশাসন। ফলে ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কের সরকার কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। আবার পিকেকেও তাদের দাবী আদায়ে সহিংসতার পথ বেছে নেয়। ফলে কুর্দি অধ্যুষিত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই সরকারি বাহিনী ও কুর্দিদের সশস্ত্র শাখার মধ্যে স্থায়ী সংঘাত তৈরি হয়। তুরস্ক সরকার ও সামরিক বাহিনী এটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠন বলে আখ্যায়িত করে। কেবল তুরস্ক নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোও একে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যায়িত করে।[২০] যদিও পরবর্তী সময়ে ইরাক–ইরান ও ইরাক–কুয়েত যুদ্ধে কুর্দিরা মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এটা পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষকরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ রাজনৈতিক কৌশল। আফগানিস্তানে তারাই তালেবানদের সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, আবার তারাই তালেবানদের উৎখাতে সর্বোশক্তি প্রয়োগ করেছিল। পিকেকে এর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দৃশ্যমান। পিকেকে তুরস্কে প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি সামগ্রিকভাবে কুর্দিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। পিকেকে কেবল তুরস্কের কুর্দিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং ইরাক, ইরান, আর্মেনিয়া ও সিরিয়ার কুর্দিদের ঐক্যবদ্ধ করে স্ব স্ব দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করা এবং স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা করাই তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পিকেকে এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল সিরিয়ায় এবং আবদুল্লাহ ওজালান তুরস্কে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হলে, সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তবে পিকেকে প্রথমে স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। তবে স্বায়ত্তশাসন কিংবা স্বাধীনতার দাবি কোনো টাই তুর্কি সরকার মেনে নিতে আগ্রহী নয় ।

১৯৮০ সালে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হলে জাতীয় রাজনীতির স্বাভাবিক গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সামরিক শাসন চলাকালে পার্লামেন্ট ও সংবিধান স্থগিত হয়ে যায়। সামরিক বাহিনী হয়ে ওঠে তুরস্কের সর্বোময় ক্ষমতার অধিকারী। সামরিক সরকার বিদ্রোহী প্রবণ এলাকায় বিশেষ করে কুর্দি অধ্যুষিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মার্শাল ল' জারি করে। একই সাথে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য অধিক সংখ্যায় সেনা সদস্যদের নিযুক্ত করে। ১৯৮৩ সালে সাধারণ নির্বাচনে বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় আসলেও কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে সামরিক শাসন বহাল থাকে। ফলে কুর্দিস্থান ওয়ার্কাস পার্টির সশস্ত্র শাখা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তারা ১৯৮৪ সাল থেকে তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র গেরিলা হামলা চালায়। এতে কুর্দি ইস্যুকে কেন্দ্র করে তুরস্কের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময়ে সামরিক ও বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৪ সালে কুর্দি ও সামরিক বাহিনীর মধ্যকার সংঘাতে ২৬ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য, ৪৩ জন সাধারণ জনগণ ও ২৮ জন পিকেকে সদস্যসহ সর্বমোট ৯৭ জন নিহত হয়। ১৯৮৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ জনে উন্নীত হয়। নব্বই এর দশক জুড়ে এই হতাহতের সংখ্যা আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৯৩ সালে কুর্দি বিদ্রোহী প্রবণ এলাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক সামরিক সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এ সময় কুর্দি বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার জন্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সেনা সদস্যের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। ১৯৯৩, ১৯৯৪-১৯৯৮ সালে সামরিক-বেসামরিক লোকের হতাহতের সংখ্যা ছিল রেকর্ড সংখ্যক। ১৯৯৩ সালে কুর্দি-তুর্কি সংঘাতে সামরিক সদস্য মারা যায় ৭১৫ জন এবং পিকেকে এর সদস্য মারা যায় ৩০৫০ জন। ১৯৯৭ সালে হতাহতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১৮ ও ৭৫৫৮ তে।[২১] তুর্কি সরকার পিকেকে-এর প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার ইন চীফ আবদুল্লাহ ওজালান ও দ্বিতীয় কমান্ডার ইরাকি কুর্দি নেতা মাসুদ বারজানির উপর মারাত্মকভাবে ক্ষেপে যায় এবং রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়। পিকেকে গঠনের পর তুর্কি সরকারে আক্রমণ ও গ্রেফতার থেকে বাঁচতে আবদুল্লাহ ওজালান বেশিরভাগ সময় সিরিয়া ও আশেপাশের দেশগুলোতে অবস্থান করেছেন। ১৯৯৮ সালে মাসুদ বারজানিকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তী বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় তুরস্কের গোয়েন্দা সংস্থা (মিট) তাকে কেনিয়ার নাইরোবী থেকে গ্রেফতার করে তুরস্কে নিয়ে আসে। মারমারা সাগরের ইমরালি দ্বীপে তাকে বিপুল নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বন্দি রাখা হয়েছে। তুরস্ক সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ইউরোপীয় নিয়মানুসারে মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসি তুলে দেওয়ায় তাকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন।

কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকে এর হামলায় এ পর্যন্ত চল্লিশ হাজারের অধিক সামরিক ও বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে, সরকারি বাহিনীর আক্রমণে অসংখ্য কুর্দিরা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আবদুল্লাহ ওজালান ও মাসুদ বারজানি গ্রেফতারের পর নব্বই এর দশক জুড়ে পিকেকে তার কার্যক্রমের ধরন পরিবর্তন করে। তারা স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে এসে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু করে। এদিকে তুরস্কের জাতীয় রাজনীতিতেও নানা পরিবর্তন ও অস্থিরতা বিরাজমান থাকায় সরকারও পূর্বের ন্যায় কট্টর কুর্দি বিরোধী নীতিতে কিছুটা উদারপন্থী অবস্থান গ্রহণ করে। এর প্রধান কারণ এ সময়ে তুরস্কে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে। স্যেকুলার সামরিক বাহিনী পোস্ট মর্ডান ক্যু'র মাধ্যমে ইসলামপন্থী এরবাকান সরকারকে উৎখাত করে। তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হওয়ায় সামরিক বাহিনীকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক সরকারে পক্ষে দেশ পরিচালনা করা কঠিন। সামরিক বাহিনী কামালবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় তারা কুর্দিদের দমন প্রশ্নে পূর্বের অবস্থানে অটল থাকে। মোট কথা নব্বই এর দশক জুড়ে তুরস্কে তুর্কি-কুর্দি সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল থাকে। ২০০০ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কুর্দি ও তুর্কি সামরিক বাহিনী আক্রমণে প্রচুর সামরিক ও বেসামরিক বিশেষ করে কুর্দিরা নিহত হয়। ২০০২ সালে ইসলামপন্থী এরদোয়ান সরকার ক্ষমতাশীন হলে হতাহতের সংখ্যা কমে আসে। এবছর সামরিক ও বেসামরিক মিলে ৩৩ জন নিহত হয় যা ছিল এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১৭ সালে সামরিক, বেসামরিক ও কুর্দি

বিদ্রোহী মিলে সর্বমোট নিহত হয় ১২৮৮৫ জন যা ছিল এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।[২২] অন্য একটি উৎসে বলা হয়েছে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তুর্কি-কুর্দি সংঘাতে ১৫০০০ লোক নিহত হয়েছে যার সিংহভাগ লোক কুর্দি।[২৩]

কুর্দি সংকটের প্রতি ইসলামপন্থী এরদোয়ান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম ইসলামপন্থী একটি রাজনৈতকি দল তুরস্কের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। যদিও সামরিক ভীতি ও সেক্যুলার সংবিধানের বাধ্যবাধকতার করাণে তারা নিজেদেরকে ইসলামপন্থীর পরিবর্তে রক্ষণশীল বলে পরিচয় দেয়। এরদোয়ানের রাজনৈতিক দল একেপি (আদালত কালকিনা পার্টিজি) সরকার গঠনে কুর্দিরা চলমান সংকট নিরশনের ক্ষেত্রে আশাবাদী হয়ে ওঠে। এরদোয়ান সরকারও কুর্দি সংকটকে গুরুত্বের সাথে সমাধানের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০০২ সালে রেসেপ তায়েপ এরদেয়ানের জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা একেপি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে ক্ষমতাশীন হয়ে তুরস্কের রাজনীতিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কুর্দিদের সাথে শান্তি আলোচনা শুরু করতে উদ্যোগী হন। কুর্দি সংকট নিরশনের জন্য এরদোয়ান সরকার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একইভাবে কুর্দিরাও কামালবাদীদের বিরোধী শক্তি হিসেবে এরদোয়ানের জয় লাভকে স্বাগত জানায়। এরদোয়ান সরকার ২০০৪ সালের ৯ জুন কুর্দি ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সরকারি টিভিতে এক ঘন্টা কুর্দি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। একইসাথে কুর্দিদের জন্য ৬টি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২৪ ঘন্টা কুর্দি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য বেসরকারি টিভি অনুমোদন দেওয়া হয়।[২৪] কুর্দি ভাষা শেখানোর জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কুর্দি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। এছাড়া কুর্দিদের মানবাধাকিার রক্ষার জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়। ২০০৫ সালের ১২ অক্টোবর এরদোয়ান কুর্দি অধ্যুষিত দিয়ারবাকের প্রদেশ সফর করেন এবং সেখানে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন- "অতীতে অনেক ভুল ছিল। বর্তমানে আমরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। কুর্দি সমস্যা রাষ্ট্রে একাংশের নয়; বরং সকলের। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে এর সমাধান করে অধিকতর নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে চাই।"[২৫] রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের নিকট থেকে আসা এমন বক্তব্য নিশ্চয়ই কুর্দিসহ শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে আশা সঞ্চার করেছিল। তুরস্কের কুর্দি অঞ্চলে দশকের পর দশক জরুরি অবস্থা চলমান থাকায় সেখানকার সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকারসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। মূলত ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকেই সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তী সরকারগুলো তা প্রত্যাহার না করে অব্যাহত রেখেছিল। এই অবস্থা থেকে কুর্দিদের মুক্ত করতে এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত একেপি সরকারের সাথে পিকেকের শান্তি আলোচনা চলমান ছিল। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তুরস্কের National Intelligence Organization বা মিট-এর প্রধান হাকান ফিদান

(বর্তমান এরদোয়ান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী) পিকেকের প্রধান আবদুল্লাহ ওজালানের সাথে ইমার্লি দ্বীপের জেলখানায় বৈঠক করেন।[২৬] এ নিয়ে তুরস্কের জাতীয় রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সামরিক বাহিনী ও বিরোধী দলগুলো সরকারের এই উদ্যোগের চরম বিরোধিতা করে। শুধু তাই নয়, এরকম একটি স্বীকৃত সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে শান্তি আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ায় সামরিক বাহিনী সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা করে। পরবর্তীকালে এরদোয়ানের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।[২৭] রেসেপ তায়েপ এরদোয়ানের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সালে পিকেকে তুরস্ক থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়ায় ৩০ বছরের সংঘাতপূর্ণ অবস্থার আপাতত অবসান ঘটে।[২৮] এরদোয়ান কুর্দি অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে সফর করতে শুরু করেন এবং পিকেকের সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীগোষ্ঠীকে অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে আহ্বান জানান। কিন্তু ২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচনে কুর্দি রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ভোট পেলেও সরকার গঠিত না হওয়ায় পিকেকে ও আইএস তুরস্কে যৌথ হামলা চালায়, এতে সহস্রাধিক সামরিক ও বেসামরিক জনগণ নিহত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পিকেকে এর বিরুদ্ধে মারাত্মক ও সহিংস সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, এতে তাদের প্রচুর সদস্য নিহত হয় এবং তাদের বৃহৎ অংশকে তুরস্কের ভূখণ্ড থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় বিতাড়িত করা হয়। ফলে পিকেকের সাথে তুরস্কের শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এবং তুর্কি-কুর্দি সম্পর্ক পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

আঞ্চলিক সংকট হিসেবে কুর্দি সমস্যা

কুর্দি সমস্যা একটি আঞ্চলিক সমস্যা, যার সঠিক ও যৌক্তিক সমাধান না হলে এটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্যের কুর্দিস্তান ইরাক, ইরান, সিরিয়া , তুরস্ক ও আর্মেনিয়ার মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে কুর্দি সমস্যা একটি আঞ্চলিক সংকটে পরিণত হয়। কুর্দিরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও জাতিগত প্রশ্নে তারা ভিষণ ঐক্যবদ্ধ। ২০১৫ সালের জুলাইয়ে কুর্দিদের সাথে তুরস্ক সরকারে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়লে সিরিয়ার সীমান্তের কাছে কুর্দি অধ্যুষিত শহর সুরুকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ৩৩ জন তরুণ নিহত হয়। ইসলামিক স্টেটকে ঐ বোমা হামলার জন্য দায়ী মনে করা হয়। পিকেকে তুর্কি সরকারের বিরুদ্ধে হামলায় সহায়তার অভিযোগ আনে এবং তারা তুরস্কের সেনাবাহিনী ও পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের সেনাবাহিনী পিকেকে এবং আইএস'এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, যেটিকে সরকারের পক্ষ থেকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সমন্বিত যুদ্ধ' বলে দাবি করা হয়। সেসময় দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের সংঘাতে বেসামরিক নাগরিকসহ হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।[২৯]

সিরিয়া যুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের পেছনে অন্যতম কারণ কুর্দিরা। সিরিয়ায় কুর্দিদের কোনো ভোটাধিকার নেই। কিন্তু সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে সিরিয়ান কুর্দিরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তারা বাসার আল আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়ার পাশাপাশি পরাজিত করছে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীকে। উত্তর সিরিয়ার বর্তমান নিয়ন্ত্রণ কুর্দিদের সামরিক জোট ওয়াইপিজির হাতে। কুর্দিরা সিরিয়ান সরকারের অধীনে উত্তর সিরিয়ায় স্বায়ত্তশাসন চায়। এটা নিয়েই তুরস্ক চিন্তিত। কারণ তুরস্কের আশঙ্কা কুর্দিরা সিরিয়ার উত্তর অংশে স্বায়ত্তশাসন পেলে তা তুরস্কের কুর্দিদের আন্দোলনকে উস্কে দিতে পারে। তুরস্কের কুর্দিরা সিরিয়ান কুর্দিদের পিকেকে এর সদস্য বলেই মনে করে। কারণ এক সময় পিকেকে এর প্রশিক্ষণ হতো সিরিয়ায়। তুরস্ক আরো আশঙ্কা প্রকাশ করছে, যদি সিরিয়া ও তুরস্কের কুর্দিরা এক হয়ে যায় তাহলে পাল্টে যেতে পারে তুরস্কের মানচিত্র।[৩০] তাই পাশ্চাত্য শক্তি বাসার সরকারকে উৎখাতের জন্য যুদ্ধ করলেও তুরস্ক কেবল নিজ স্বার্থে তার সীমান্তবর্তী কুর্দি বাহিনীকে প্রতিহত করতে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে। তুরস্ক কুর্দি ইস্যুতে সীমানার বাইরের কুর্দিদেরও প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সিরিয়ার বাসার আল আসাদ সরকারের পতনের পর কুর্দিরা যাতে কোনো ভাবেই সিরিয়ার নতুন সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে এরদোয়ান সরকার সেদিকে তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। যদিও সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা ১০ মার্চ ২০২৫ সশস্ত্র কুর্দিদের সংগঠন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসেস এর প্রধানের সাথে বৈঠক করেন এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[৩১] এই চুক্তির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট শারা কুর্দিদের জাতীয় সরকারের অংশ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন যা তুরস্কের কুর্দিনীতির প্রতি মারাত্মক হুমকি। তুরস্কের কেবল জাতীয় রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কুর্দি সমস্যাটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৯০ এর দশক থেকে তুরস্কের পররষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুর্দি ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।[৩২] তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি সুলেমান ডেমিরেল তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, “Oening of the Kurdish issue will lead up to disintegration of the state, it is strongly connected with the state security.”[৩৩]

কুর্দি সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত আরেক রাষ্ট্র ইরাক। ১৯৪৬ সালে ইরাকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করার জন্য মুস্তাফা বাজরানি কুর্দিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি (কেডিপি) গঠন করেন। তবে তারা ১৯৬১ সাল থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। ৮০'র দশকে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুর্দিরা ইরানকে সমর্থন করে। ১৯৮৮ সালে কুর্দিদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবশত অভিযান শুরু করেন সাদ্দাম হোসেন, যার অংশ হিসেবে হালাবজা অঞ্চলে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে যখন ইরাকের পরাজয় হয়, কুর্দি বিদ্রোহীরা তখন বাগদাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। ঐ বিদ্রোহ দমনে সাদ্দাম হোসেন (১৯৩৭-২০০৬) এর গৃহীত সহিংস পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সমমনা জোট উত্তর ইরাককে ‘নো ফ্লাই জোন’ ঘোষণা করে যার ফলে কুর্দিরা সেসব অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৩৪] দুই পক্ষের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি সংক্রান্ত একটি চুক্তি করা হলেও ১৯৯৪ সালে ইরাকের কুর্দি দলগুলো চার বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ২০০৩ সালে

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন শুরু হলে কুর্দিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেনের নির্দেশে সামরিক বাহিনী পূর্বের ন্যায় কুর্দিদের উপর রাসয়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে।[৩৫] ১৯৯১ সালের বিদ্রোহ দমনের পর ইরান ও তুরস্কে ১৫ লক্ষের মত ইরাকি কুর্দি শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়।[৩৬] তুরস্ক পূর্বাঞ্চলের কুর্দিদের উপর আক্রমণ করলে তারা সীমান্তবর্তী দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তুরস্ককে অস্থিতিশীল করতে পিকেকে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। পাশ্চাত্য শক্তির সাথে যখনই তুরস্কের সম্পর্ক শিথিল হয় তখনই তারা রাজনীতির গুঁটি হিসেবে কুর্দিদের ব্যবহার করে। আর কুর্দিরাও সুযোগ বুঝে পাশ্চাত্য শক্তির সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের কুর্দিরা বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমা শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে এবং এই ধারা এখনও চলমান।

তুরস্কের মূলধারার রাজনীতিতে কুর্দিদের অংশগ্রহণ

পিকেকে এর নেতৃত্বে কুর্দিদের একটি অংশ স্বায়ত্তশাসনের জন্য সহিংস আন্দোলনের পথ বেছে নিলেও কুদিদের অন্য একটি অংশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও রাজনীতির পক্ষপাতী। তাই তারা তুরস্কের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংসদে প্রতিনিধি প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে নিরিখে কুর্দিস অঞ্চলে নব্বই এর দশক থেকে পিকেকে এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কুর্দিদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- HADEP, DEHAP, DTP, BDP ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও নানাবিধ আইনী বাধ্যবাধকতার করণে তারা দলগতভাবে সংসদে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। যেহেতু তাদের রাজনৈতিক দল ছিল না, তাই গ্রাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বিলীতে প্রতিনিধিত্ব করার একমাত্র পথ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে জয়লাভ করা। তুরস্কের পূর্বাঞ্চল কুর্দি অধুষ্যিত হওয়ায় কুর্দিরা সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলে। এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য দলগতভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা এবং পার্লামেন্টে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখাকে তারা জরুরি বলে মনে করে। কুর্দি রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে নির্বাচনে অংশ নিলেও তারা বিধি মোতাবেক ১০% ভোট না পাওয়ায় পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। একেপি সরকার (বর্তমান সরকার) ও পিকেকে এর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২০১২ সালের ১৫ অক্টোবর তারা *হাল্কলারিন ডেমোক্রেটিক পার্টিজি* বা এইচডিপি নামে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। দলটি ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে ৬.২% এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৯.৭৭% ভোট লাভ করে। ২০১৫ সালের ৭ জুন নির্বাচনে সকল কুর্দি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নিলে তারা ১৩.১২% ভোট ও ৮০টি আসনে জয় লাভ করে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে।[৩৭] কিন্তু এই নির্বাচনে কোনো সরকার গঠিত না হওয়ায় পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় পিকেকে ক্ষুব্ধ হয়ে তুরস্কের বিভিন্ন জায়গায়

সন্ত্রাসী হামলা চালায়। ২০১৫ সালের ১ নভেম্বরের নির্বাচনে তাদের ভোট কমে যায় তারা ১০.৭৫% ভোট ও ৫৯টি আসন লাভ করে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা ১১.৭৫% ভোট ৬৭টি আসন লাভ করে। কুর্দি নেতা সালাদ্দিন দেমিরতাস তুরস্কের রাজনীতিতে চমক সৃষ্টি করেন। তিনি ২০১৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৯.৭৭% ভোট পেয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২০১৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই কুর্দি নেতা ৮.৪০% ভোট লাভ করেন।[৩৮] ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তুরস্কের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কুর্দি রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের হার ক্রমবর্ধমান। সুতরাং কুর্দিরা তুরস্কের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। কুর্দি সমস্যাটি কেবলই একটি জাতীয় জাতিগত সমস্যা নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যাও বটে।

কুর্দি সমস্যার সাথে বিশ্বের অন্যান্য জাতিগত সমস্যার একটি তুলনামূলক চিত্র

তুরস্কে কুর্দি সংকটের মতো এধরনের জাতিগত সমস্যা অনেক রাষ্ট্রেই রয়েছে। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মানবেন্দ্র লারমা ও সন্তু লারমার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত জন-সংহতি সমিতি এবং তুরস্কে কুর্দিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পিকেকে প্রায় একই ধরনের প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময় 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশ পাবর্ত্য অঞ্চলের সংকট সমাধানে অগ্রসর হয়েছে।[৩৯] শ্রীলঙ্কার লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) একই ধরনের সংগঠন। তারা শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বাংশ নিয়ে স্বাধীন তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে লিপ্ত। তুরস্কের কুর্দি নেতা আব্দুল্লাহ ওজালানের মতো তামিল নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ ১৯৭৬ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার জাতিগত সংকট নিরশনে স্বস্বদেশের সরকারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু কুর্দি সংকট নিরশনে এরদোয়ান সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রশূ হয়নি। আর সিরিয়ার বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা সিরিয়ার সশস্ত্র কুর্দিদের সাথে সংকট নিরশনের জন্য ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যা ২০২৫ সালের শেষদিকে বাস্তবায়নের কথা রয়েছে। তবে সিরিয়ার উপর তুরস্কের বর্তমান প্রভাব অপরিবর্তিত থাকলে সেটা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

সম্প্রতি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কুর্দিদের কারাবন্দি প্রধান গেরিলা নেতা ও পিকেকে এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ওজালান প্রায় চার দশকেরও অধিক সময় ধরে চলমান সশস্ত্র সংগ্রামের ইতি টানার ঘোষণা দেন। কেবল তাই নয় তিনি কুর্দিদের সশস্ত্র বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পতনের পর সেখানে তুরস্কের প্রভাব এতাটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কুর্দিদের আন্তসীমান্ত সামরিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুরূহ হয়ে পড়ছে বলেই ওজালান নতুন কৌশল গ্রহণ করলেন। আসাদ সরকারের পতনে সিরিয়ার কুর্দিদের ভূমিকা থাকলেও তুরস্কের চাপে শারা সরকার

সেখানকার কুর্দিদের সরকারে আমন্ত্রণ জানায়নি।[৪০] ওজালানের এই ঘোষণাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে স্বাগত জানিয়েছে। আবদুল্লাহ ওজালানের এই ঘোষণা যদি কোনো কৌশল না হয়ে প্রকৃতপক্ষে তুরস্ক তথা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে তা সেখানকার ভূ-রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কুর্দি জনগোষ্ঠী মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। অটোমান শাসনামলে কুর্দি জনগোষ্ঠী নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি না হলেও বর্তমান তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এটি একটি মারাত্মক ভূ-রাজনৈতিক সংকট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে সেভার্স চুক্তিতে কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে লুজান চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সেভার্স চুক্তি বাতিল হয়ে যায় ফলে কুর্দিদের জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। তাছাড়া প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা আতাতুর্কের কট্টর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কুর্দিদের সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। কামাল আতাতুর্ক সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কুর্দিদের আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তখন থেকে কুর্দি সমস্যা তুরস্কের জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়। এটি কেবলই তুরস্কের একটি জাতিগত সমস্যা নয়, এটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা। শত্রু রাষ্ট্রগুলো কুর্দিদের সশস্ত্র ইউনিটকে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। তাই কুর্দি সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তুরস্ককে একদিকে নিজ সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই সমস্যাকে মাথায় রেখে ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হচ্ছে। সর্বাধিক কুর্দি জনগোষ্ঠী যেহেতু তুরস্কে বসবাস করে, তাই তুরস্ককেই সমস্যাটি সর্বোচ্চ ভোগান্তিতে ফেলেছে। তুরস্কের বিগত একশত বছরের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ইস্যুটি নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় সর্বাধিক আলোচনায় এসেছে, সেটি কুর্দি সংকট। তাই , ইরাক, ইরান, সিরিয়া , তুরস্ক ও আর্মেনীয়ার মধ্যবর্তী কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলকে স্বাধীন কুর্দিস্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হতে পারে। কুর্দিস্থান বিভক্তিকরণের মাধ্যমে যেমন এই সংকটের সূত্রপাত হয়েছিল, তেমনি পুনরায় একত্রিকরণের মাধ্যমে তা সমাধান হতে পারে। যদিও মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিমা বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই তা সমর্থন করে না। কিন্তু কুর্দি সংকট নিরসনে স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে। এতে করে , তুরস্কসহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র একটি চলমান জাতিগত আন্তর্জাতিক সংকট থেকে মুক্তি পাবে এবং কুর্দি জাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতির অশুভ তৎপরতাও বন্ধ হবে। সম্প্রতি আবদুল্লাহ ওজালানের যুদ্ধবিরতি বা অস্ত্র সমর্পনের ঘোষণা এই আলোচনায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। এ সকল ধারাবাহিক উদ্যোগে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি ফিরে আসতে পারে ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও সিরীয়াসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। ওজালানের ঘোষণা অনুসারে কুর্দিরা তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে সরে আসলে তুরস্ক একটি শতবর্ষী জাতিগত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে। আর সেটাই বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রত্যাশা।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ 'কুর্দিস্তান' আধুনিক বিশ্বে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের একটি বহুল আলোচিত স্থান, তবে বিশ্ব মানচিত্রে এটি কোনো দেশ নয়। মূলত এটি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একতাবদ্ধ একটি অঞ্চল। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কুর্দি জাতিগোষ্ঠীর। সেলজুক তুর্কি সুলতান সাঞ্জার সর্বপ্রথম ১২শ শতকে 'কুর্দিস্তান' নামটি ব্যবহার করেন। তখন এর রাজধানী ছিল বাহার শহর, যা বর্তমান ইরানের হামাদানশহরে কাছে অবস্থিত। বর্তমান কুর্দিস্থান ইরাক, ইরান, তুরস্ক, সিরিয়া ও আর্মেনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

২ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* **১**, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৮), ১৫৩।

৩ ইয়াহইয়া আরমাজানি, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান* (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত), (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), ২৯১

৪ আলতাফ পারভেজ, "একজন গেরিলা নেতার 'জুয়া খেলা", (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ মার্চ ২০২৫), ৫

৫ *https://www.bbc.com/bengali/news/2015/09/150903_ah_aylan_kurdi* (Accessed on 12.03.2025)

৬ চেঙ্গিস গুনেজ, *কুর্দি ও কুর্দিস্তান এক ভাগ্যবঞ্চিত জাতিসত্তার উপাখ্যান*, ভাষান্তর মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার ও সাজিদ হাসান, (ঢাকা: ইন্তিফাদা বুকস,২০২৪), ১৭-২০।

৭ *প্রাগুক্ত*।

৮ David McDowall, *A Modern History of the Kurks,* Fourth Edition (London: IB Tauris, 2007), 03

৯ চেঙ্গিস গুনেজ, *কুর্দি ও কুর্দিস্তান* , ১৯।

১০ https://www.britannica.com/place/Kurdistan, (accessed on 12 March, 2025)

১১ চেঙ্গিস গুনেজ, *কুর্দি ও কুর্দিস্তান*, ১৯-২০।

১২ *প্রাগুক্ত*।

১৩ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* **১**, ১৫৩।

১৪ M Philips Price*; A History of Turkey, From Empire to Republic*, (London; George Allen & unwin Ltd,1968), 100

১৫ সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* **১**, ১৬১।

১৬ M Philips Price, *Ibid*, 132.

১৭ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০১৯), ২০৭।

১৮ *প্রাগুক্ত*, ২০৬।

১৯ David McDowall, *Ibid* , 421.

২০ E.F Keyman, Z.Onis, *Turkish Politics In a Changing World* (Istanbul: Rutledge, 2007), 291.

২১ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান*, ২১৩-১৪।

২২ *প্রাগুক্ত*

২৩ https://www.britannica.com/place/Turkey/The-Kurdish-conflict, (accessed on 10.11.2024).

২৪ হাফিজুর রহমান, *এরদোয়ান দ্যা চেঞ্জমেকার*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০১৮), ২৭৮।

২৫ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান*, ২১০।

২৬ https://www.middleeasteye.net/news/who-turkeys-secret-keeper-hakan-fidan, (accessed on 10.11.2024).

২৭ হাকান ফিদান তুরস্কের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান থাকাকালীন ২০০৯ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে পিকেকে প্রধান আবদুল্লাহ ওজালানের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। তখন এ নিয়ে তুর্কি গণমাধ্যমে বা সামরিক বাহিনীর মধ্যে খুব বেশি আলোচনা না হলেও ২০১২ সালে ইমেরলি জেলখানায় আটক ওজালানের সাথের হাকান ফিদানের বৈঠক নিয়ে সেক্যুলার সামরিক বাহিনী ও দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে প্রচুর আলোচনা হয় এবং সামরিক বাহিনী পিকেকে-এর মতো একটি সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের নেতার সাথে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা প্রধানের সাক্ষাতকে সংবিধান পরিপন্থী আখ্যায়িত করে সরকার পতনের পরিকল্পনা করে। পরে এরদোয়ান সরকারিভাবে ঘোষণা করেন যে, ফিদানকে তিনিই পাঠিয়েছে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে এরদোয়ান জয়লাভ করলে হাকান ফিদানকেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

২৮ J. Misiagiewicz, *The Kurdish minority issue in the context of integration Turkey with the European Union*, (Revista Universitaria Europea, 2010, no 12), 23-42.

২৯ *https://www.bbc.com/bengali/news-50009652*, (accessed on 10.11.2024).

৩০ H. Allsopp, *The Kurds of Syria: Political Parties and Identity in the middle East*, (London: IB Tauris & Co. LTd. , 2015), 91.

৩১ https://www.britannica.com/place/Kurdistan, (accessed on 12 March, 2025).

৩২ J. Misiagiewicz, *The Kurdish Issue in the Middle East* (December 2013, Facta Simonidis, 6 (1): 127-149) DOI: 10.56583/fs.233, 131.

৩৩ R. Olson, *The Kurdish Nationalist Movement in the 1990s: Its imact on Turkey and the Middle East*, (Kentucky:1996), 88.

৩৪ Erick J. Zürcher, *Turkey: A Modern History*, (London: IB Tauris & Co. LTd. , 1995), 318-19.

৩৫ *প্রাগুক্ত*।

৩৬ *https://www.bbc.com/bengali/news-50009652*, (accessed on 19.11.2024).

৩৭ *The Economist, 8 June,2015.*

৩৮ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান*, ২০৯-১১।

৩৯ *https://en.banglapedia.org/index.php/Chittagong_Hill_Tracts_Peace_Accord,1997*(accessed on 12.03.2025).

৪০ *https://www.bbc.com/news/articles/c2kggzqy0x7o* (accessed on 2.03.2025).